



যখনে যুদ্ধ সখোনই ছুটে গয়িছে মানবকি সাহায্য নয়ি

লখেক: ড. মারুফ উল ইসলাম | প্রকাশতি: 15 October 2026, 10:59 AM | বিভাগ: এইচআরএম



এই স্বপ্নটি আরও তীব্রতা পায় ১৯৮৮ সালে। তখন সারা দেশে ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল। ওই সময়ে আমি রাজশাহীতে ছিলাম। অফিস থেকে আমাকে ঢাকায় ডেকে আনা হলো। ঢাকায় এসে আমি হতবাক। মোহাম্মদপুরে গিয়ে দেখি সখোন আমার বুক সমান পানি শহররে চারদিক দিয়ে পানি ঢুক পড়ছে। সারাদেশে অবস্থা আরও নাজুক। আমি দেখলাম মানুষ কত অসহায়। তখন আমার চোখে শুধু বাংলাদেশে না, সারাবিশ্বেরে ছবি যেন ভেসে উঠলো। ভাবতে লাগলাম বিশ্বেরে নানা প্রান্তে কত কারণে কত মানুষ অসহায় হয়ে পড়ছে। অসহায় এই মানুষগুলোর জন্যই কিছু করার আকাঙ্খা মনের মধ্যে জেগে উঠলো। মনে মনে এটাও ভাবলাম একজন ব্যক্তির পক্ষে বেশ কিছু বা বিশেষ কিছু করা সম্ভব না। যদি কিছু করতই হয় তাহলে কোনো প্রতিষ্ঠানের ব্যানার থেকেই করতে হবে। আমি যহেতু তখন কয়ের ইন্টারন্যাশনালে চাকরিরিতিই আরও বড় প্রতিষ্ঠানকে টার্গেট করলাম। অর্থাৎ জাতিসংঘ। কারণ, জাতিসংঘেরে চয়ে বড় আর কোনো প্রতিষ্ঠান নই। আর এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই যে কোনো বড় কাজ করা সম্ভব। আমি চাকরির জন্য আবেদন করলাম এবং প্রথম ধাপই নির্বাচন হল। বিষয়টি আমার জন্য বেশ রোমাঞ্চকর ছিল। খুশী হলাম এই ভবে এবার মানুষেরে জন্য আরও বড় পরিসরে কিছু করতে পারব।

জাতসিংঘে নয়িগে প্রাপ্তরি পর আমাকে এফএও এর সদর দপ্তর ইটালীর রোমে পোস্টিং দেওয়া হলো। আমি সেখানে তিন বছর ছিলাম। ১৯৯১ সালে ইরাকে যুদ্ধ শুরু হলো। আমাকে সেখানে যতে হলো। একই বছর অক্টোবর মাসে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙনের মুখে পড়ল। পুরো সোভিয়েত ইউনিয়নে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ল। সোভিয়েত ইউনিয়ন জুড়ে মানবকি বপিরয়। এবার আমাকে সেখানে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো। ওয়ারল্ড ফুড প্রোগ্রামের একটি প্রজেক্টে আমাকে মস্কো যতে বলা হলো। আমি দেশে ফিরে এসে মস্কো যাওয়ার প্রস্তুত নিলাম। এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন ওই সময় মস্কো সম্পর্কে আমার তমেন কোনো ধারণা ছিল না। বটিভিত্তিখন একমাত্র টিভি চ্যানেলে। সে সুবাদে জানতাম সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশেষ করে রাশিয়াতে বেশে ঠান্ডা পড়ে। কিন্তু কমে ঠান্ডা সে সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না। আমি ঢাকা থেকে বৃটিশ এয়ারওয়েজের একটি বিমানে রওনা হলাম। প্রথম লন্ডন। তারপর মস্কো। লন্ডনে আমার পরেই আমি ঠান্ডার মুখোমুখি হলাম। মনে হলো আমার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে আসছে। ওখানের ঠান্ডা সম্পর্কেও আমার ধারণা ছিল না। শুনছে ঠান্ডা বেশি তবে এমন হবে তা ভাবিনি। লন্ডনে নজিকে সামলে নিলাম। আমি ইতিপূর্বে ওমানে কাজ করছি, ইতালীতে কাজ করছি। কিন্তু এ ধরনের ঠান্ডা মোকাবলো করতে হয়নি।

লন্ডন থেকে মস্কোর উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। বেশি দূরে পথ নয়। ঘন্টা দড়েকে পর মনে হলো নচিরে দকি যা কিছু দেখেছি সবই সাদা। আমি অবাক হলাম। প্রথম কারণটি মাথায় আসেনি। ভাবলাম মস্কো বা রাশিয়া কী সাগরপে পাড়ে অবস্থতি। কারণ সাদাগুলোক আমার কাছে পানমিনে হচ্ছিল। অল্প কিছু সময় পরেই বিষয়টি আমার কাছে পরিস্কার হলো। আসলে সেগুলো বরফ জমে সাদা হয়েছিল। তখন অনুমান করলাম রাশিয়ায় কমে ঠান্ডা। অনেক উঁচু থেকেও বুঝতে পারলাম ঠান্ডার কারণে গাছগুলোতে কোনো পাতা নেই। পাতা ছাড়াই সোজা হয়ে দাড়িয়ে আছে। বরফের এই অবস্থা দেখে আমার মনে দুশ্চিন্তা ভর করল, এ অবস্থায় বিমান ল্যান্ড করবে কীভাবে। আমি প্রচন্ডরকম অবাক হলাম রানওয়ে দেখে। রানওয়ে দু'পাশে অন্তত ত্রিশ ফুট উচ্চতায় বরফ জমে আছে। কিন্তু রানওয়েতে বরফ পড়ে জমেছে না। আমি ভাবতে লাগলাম কোন প্রযুক্তি আর কীভাবে রানওয়ে বানানো হয়েছে যখনে কোনো বরফ জমতে পারে না। ভাবতে ভাবতে দেখলাম বিমান নরিপদে ল্যান্ড করল।

বিমান থেকে আমার পরে যটো বুঝলাম তা হলো ভাষার ভিন্নতা। আমি বিভিন্ন দেশে কাজ করার সুবাদে বিভিন্ন ভাষা সম্পর্কে অল্পবিস্তর ধারণা ছিল। ইংরেজি সম্পূর্ণ দখলে ছিল। কিন্তু ওদের ভাষা আমার কাছে সম্পূর্ণ নতুন এবং অচেনা। আমি শুধু কিছু শব্দ শুনতে পেলো, কিছুই বুঝলাম না। তারপরও আমি ম্যানজে করার চেষ্টা করলাম এবং সফল হলাম। বপিত্ত ঘটলো আমার সঙ্গে বহন করে আনা খাবার নিয়ে। এদেশের মানুষ যখন বদিশে ভ্রমণে যায় তখন অনেকেই সাথে করে এদেশের কিছু খাবার নিয়ে যায়। বিশেষ করে ওই সময়ে এই রোয়াজটির প্রচলন ছিল। আমার স্ত্রী কিছু মুড়ি আর বসিকুট দিয়েছিল। মুড়ি নিয়ে ওদের আপত্তি শেষে পর্যন্ত আমি খিয়ে দেখাতে বাধ্য হলাম এটা খলে মানুষ মরে না। এয়ারপোর্টের আকার দেখে চমকে উঠলাম। এর আগে বিভিন্ন দেশের এয়ারপোর্ট দেখেছি। কিন্তু এত বড়

এয়ারপোর্ট কখনো দেখেনি। এয়ারপোর্ট থেকে মস্কোর উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। গাড়িতে প্রায় তিন ঘন্টার পথ। গাড়ি ছুটে চলছে। রাস্তার দু'ধারে অনেকে উঁচু উঁচু ভবন। ভবনগুলো যমেন উঁচু তমেন চওড়া। দেখেই মনে হলো অনেকে মজবুত। রাস্তাগুলোও অনেকে চওড়া। একসাথে আটটি গাড়ি চলাচল করতে পারে। ভাবতে কষ্ট হলো এমন একটি দিশে কীভাবে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। এই ভাঙন শুরু হওয়ার আগে এক ডলারের বনিমিয়ে সোভিয়েতে ইউনিয়নের নব্বই পয়সা পাওয়া যত। অর্থাৎ রুবলই শক্তিশালী ছিল। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর বশি হাজার নতুন রুবলের বনিমিয়ে এক ডলার পাওয়া যত।

(চলবে)